স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রায়

বর্তমান সরকারের অর্জন
২০০৯ হতে ২০২৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

"ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাঁদের জন্য অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"গ্রামকেই করতে হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার মধ্যেই রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথ।"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট মেডেল-২০২১" পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন সিরডাপ এর মহাপরিচালক ড.চার্ডস্যাক ভিরাপাত

"আমাকে সিরডাপ 'আজিজুল হক পল্লী উন্নয়ন পদক ২০২১' প্রদান করায় আমি মনে করি এটা আমার বাংলাদেশের জনগণের প্রাপ্য। আমি তাদের জন্য এ পদক উৎসর্গ করছি। এ পদক প্রাপ্তির জন্য আমাকে মনোনয়ন করা মানে বাংলাদেশকে মনোনয়ন করা।"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ভিশন: আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নত গ্রামীণ বাংলাদেশ।

মিশন: সমবায়ভিত্তিক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম/কর্মসূচি পরিচালনা এবং পল্লী উন্নয়নে ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহঃ

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিগত ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকায়ন উন্নয়নে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এজন্য দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সমবায় কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি জনসাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য দুগ্ধ ঘাটতি জেলায় দুগ্ধ সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ, হতদরিদ্র পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় গরু প্রদানসহ বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিগত তিন অর্থবছরে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক দলে মোট ২৫.৬২ লক্ষ সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ, ৮.৭৮ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ২২.২৪ লক্ষ জনের আত্মকর্মসংস্থান সৃজন, ১৮.৯২ লক্ষ জনকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত ৯৪২৭.২৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং ১০৯ টি গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নে অব্যাহত গবেষণার ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, বীজ ও বায়োটেকনোলজি, কমিউনিটিভিত্তিক দেশি মুরগি পালন পদ্ধতি, জমিতে জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধি, স্যানিটেশন ও বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া নিম্নোক্ত তিনটি পল্লী উন্নয়ণ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যথা-

শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর।

শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একডেমি, গোপালগঞ্জ।

উল্লেখ্য এই তিনটি একাডেমির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১। শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ১১০টি পদ সৃজনে সচিব কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেছে।

২। শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ১১০টি পদ সৃজনে সচিব কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেছে।

৩। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একডেমি গোপালগঞ্জ এর জন্য প্রথম পর্যায়ে ১১০টি পদ সৃজন করা হয়েছে পরবর্তীতে আরো ৫৩টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ সময়ের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহ:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গত ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ সময়ের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহের তথ্য নিম্নরূপ:

(ক) ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত প্রণোদনা (লক্ষ টাকা):

বিষয়	নারী	পুরুষ	মোট
প্রণোদনা বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৮,২০৪	৩৫,২০০	৭৩,৪০৪

(খ) ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান (জন):

বিষয়	নারী	পুরুষ	মোট
মোট প্রশিক্ষণ প্রদান	১৮,০০,৭১৪	১৩,৩১,৯০১	৩১,৩২,৬১৫

(গ) ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকা):

বিষয়	নারী	পুরুষ	মোট
ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	৪,০৭,৪৫৬.৫৯	৬,৫৩,০১২.৩৫	১০,৬০,৪৬৮.৯৪
কৃষি ঋণ বিতরণ	১,১১,৮৮১.১২	২,০৬,১৪০.৪৯	৩,১৮,০২১.৬১
উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ	৫৬,৬৭০.৭৭	৫,৪৪,৯৯৬.৫৫	৬,০১,৬৬৭.৩২
গাভী ঋণ বিতরণ	১৫৮৮৮.৫৫	৮০৪৯.৪৫	২৩,৯৩৮
অন্যান্য	-	-	২,৫৮,১০৫.৭১

(ঘ) ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সৃজিত উদ্যোক্তা (জন)

বিষয়	নারী	পুরুষ	মোট
মোট উদ্যোক্তা (জন)	২,৬৮,২০৬	২,৫৫,২৭০	৫,২৩,৪৭৬

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশের পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ সাল পর্যন্ত ১০.৬৬ লক্ষ জনের কর্মসংস্থান সৃজনসহ স্মার্ট ভিলেজ গড়ার নিমিত্ত উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত ১০টি পণ্যের অনলাইন এবং অফলাইনে মার্কেট লিংকেজ স্থাপন। এছাড়াও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির নিমিত্ত ৯.৩৩ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায়
“পণ্য ভিত্তিক পল্লী সৃজন” উদ্যোগের জন্য দলীয়ভাবে
বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২৩ অর্জন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন (২০০৯ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত)

সমিতি/সদস্য বিষয়ক তথ্য

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা	৬৭৯ টি (বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচিতে ৪৮৯টি পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯০টি)
বিআরডিবি'র আওতাধীন প্রাথমিক সমবায় সমিতি	৭১ হাজার ৮৬৩ টি
সমবায়ী সদস্য	২২ লক্ষ ৭০ হাজার ৮১৭ জন
নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় পল্লী উন্নয়ন দল	১ লক্ষ ০৮ হাজার ১৫০টি
সুফলভোগী নারী-পুরুষ	৩৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৭৯ জন
মোট মানবসংগঠন	১ লক্ষ ৮০ হাজার ০১৩ টি
মোট সদস্য সংখ্যা	৫৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৯৬ জন

সুফলভোগীদের নিজস্ব তহবিল সংক্রান্ত

সঞ্চয় আমানত	৬৫৫.৬৯ কোটি টাকা
শেয়ার আমানত	১০৮.৫০ কোটি টাকা
সর্বমোট	৭৬৪.১৯ কোটি টাকা

ঋণ কার্যক্রম (জুন/২০২৩ পর্যন্ত)

কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	১৫৯৬.৯০ কোটি টাকা
বিতরণ	১৪৭৬.৬৯ কোটি টাকা
ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	২২২৩২.৫৪ কোটি টাকা
ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়	২০১০৬.৮০ কোটি টাকা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ
- অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ
- এক পল্লী এক পণ্য (opop) পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প গ্রহণ
- বিআরডিটিআই শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প গ্রহণ

সমবায় অধিদপ্তর

বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্পের দ্বি-তল কমিউনিটি ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

একনজরে সমবায় অধিদপ্তরের অর্জন ২০০৯-২০২৩

নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা	১ কোটি ২২ লক্ষ ৪১ হাজার ১৫৬ জন
সমিতির শেয়ার মূলধন	৩৪৬৬.৯০ কোটি টাকা
সদস্যদের সঞ্চয়	১৪৫১৯.৬৭ কোটি টাকা
সমিতিসমূহের কার্যকরী মূলধন	২৩৬০০.৩৬ কোটি টাকা
সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ	৩৫৪৬.২১ কোটি টাকা
আত্মকর্মসংস্থান সৃজিত হয়	১১ লক্ষ ১১ হাজার ৯৬৩ জন

সমবায়ের উল্লেখযোগ্য খাত:

➢ কৃষি খাত, মৎস্য খাত, দুগ্ধ খাত, নারী উন্নয়ন, আশ্রয়ণ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

➢ সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

➢ সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী জনগণের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ

➢ উৎপাদনমুখী সমবায় উদ্যোগে অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি

➢ সমবায় প্রশিক্ষণের আওতা বিস্তৃতকরণ

➢ সমবায় অধিদপ্তরের দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

➢ নিয়মিতভাবে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

৫৬তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন ২০২৩

BARD কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের প্রায়োগিক গবেষণা: আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শস্য কর্তন ও সংরক্ষণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লার কার্যক্রম:

গবেষণা:

বার্ড জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ৭২২টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সময়ে ১১২টি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো কৃষি উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মূল্যায়ণ, আইসিটি, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার ও সুশাসন। এ গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অবহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, বার্ড ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অংশীদারীত্বে "আমার গ্রাম আমার শহর বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। এছাড়া বার্ড কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রায়োগিক গবেষণা:

বার্ড জন্মলগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ৭০টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে। বার্ড ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ৩৫টি প্রকল্প/প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে, এর মধ্যে ADP এর আওতায় ০৭টি এবং সরকারের গবেষণা মঞ্জুরী ও বহি:সংস্থার অর্থায়নে ২৮টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে। কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকায় বসবাসরত জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৮টি গ্রামে ২৮৯টি সংগঠন সৃজন করে ১২০৭১ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা হয়। সংগঠনের সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩.৫০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ২২০৩ জন সদস্যকে ৩.০৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার প্রায় ১০০%।

প্রশিক্ষণ:

জন্মলগ্ন হতে বার্ড ৯০৪৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে ৩,১০,৭৩৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বার্ড বিগত ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৯১৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও উন্নয়ন কর্মীসহ ৪৯,৭৫৬ জন পুরুষ ও ৩২,৯৩৩ জন নারী অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়ার কার্যক্রম:

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক চরের হাট পরিদর্শন

RDA উদ্ভাবিত সোলার সিস্টেম ব্যবহার করে কৃষি জমিতে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়ার কার্যক্রমঃ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোট ২ লাখ ৫৩ হাজার ৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ১১টি কৃষি যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি মেলার মাধ্যমে ৩ লক্ষ ০৮ হাজার ৯৭৪ জনের মাঝে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে। ০৬টি ব্যাচে মোট ১১৩ জনকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট সনদ প্রদান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৩% মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে। (৭ম ব্যাচের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট কোর্স শুরুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।)

গবেষণা কার্যক্রমঃ

পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তাকরণে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৫৯টি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ সময়ে মোট ২৩টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় 'রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই মডেল' দেশের ১৩০টির অধিক এলাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে ২০ হাজার ৮০০ একর জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে সেচ প্রদান, ২২ হাজার ৫০০টি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

চরাঞ্চলের দারিদ্র ঝুঁকি হ্রাস :

জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে চর জীবিকায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের আওতায় বসত ভিটা উঁচুকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৬৬টি পরিবারকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মোট ১ লক্ষ ৩২ হাজার টি পরিবারের মাঝে সম্পদ হস্তান্তরের অংশ হিসেবে গবাদি প্রাণী প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রদত্ত প্রাণিসম্পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭(সাত) লক্ষ এছাড়া ৬২ হাজার ২০৩ টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং ১ লক্ষ পরিবারকে ডায়রিয়া ও পানিবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য সুপেয় খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ

বাপার্ড, গোপালগঞ্জ এর প্রশাসনিক ভবন

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ এর অর্জন

- বাপার্ডের অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সুবিধাদি তৈরীর লক্ষ্যে ৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১০তলা একাডেমিক ভবনও ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৬০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১০তলা হোস্টেল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৪২ হাজার ৮৯৯ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ০৬তলা অফিসার্স কোয়ার্টার্স এবং ১২ হাজার ১৭৪ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ০৬তলা স্টাফ কোয়ার্টার্সের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৩ সালে বাপার্ডের জন্য রাজস্বখাতে ১০০টি ও ২০২৩ সালে ৫৩টি পদ সৃজন করা হয় এবং ২০১৫ সালে বাপার্ডের "কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা" প্রণয়ন করা হয়।
- জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে ৩৫ হাজার ৫৫৮ জনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২ হাজার ৯৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।
- দারিদ্র্য বিমোচনের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন শিরোনামে মোট ২২টি প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর

শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর

শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর ১৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য: এই একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো দেশের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের (বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

আইন : শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।

জনবল : ১১০টি পদ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে।

শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ণ ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর পরিদর্শন

শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর

শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি রংপুর ১৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উদ্দেশ্যঃ এই একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করা।

আইন : শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।

জনবল : ১১০টি পদ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পন ও দোয়া

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন কর্তৃক কৃষি জীবিকায়ন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রশাসনিক

প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা-০৮টি
প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা- ৫৫টি
আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংখ্যা- ২৭টি
প্রশাসনিক উপজেলার সংখ্যা- ৩৫৭
উপজেলা/শাখা কার্যালয়ের সংখ্যা- ৪০৩টি
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা- ৬,৮৬০ জন

প্রশিক্ষণ

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ- ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৮৩ জন
সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
কর্মী প্রশিক্ষণ- ৬৭,০৭৯ জন
বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন- ৬৩,৪৪৬ টি

সমিতি

সমিতির সংখ্যা- ৫০,৪৫৩টি
সুফলভোগীর সংখ্যা-৩২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৩৩
ঋণ বিতরণ/সহায়তার পরিমাণ- ২২,৫৬৮.২৩ টাকা (লক্ষ)
ঋণ আদায়ের পরিমাণ- ২২,৭৩১.৩৯ টাকা (লক্ষ)
ঋণ আদায়ের হার-৯৯%
মাঠে পাওনা ঋণের পরিমাণ- ১,৮৯৬.৩৭ টাকা (লক্ষ)
আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান- ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৩৯ জন
সুফলভোগীদের পুঁজি গঠন (সঞ্চয়)- ১,৪৩২.৬৮ টাকা (লক্ষ)

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ণ ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে জামানতবিহীন ঋণ ও রূপকল্প-২০৪১এ
এসএফডিএফ শীর্ষক সেমিনার

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ণ ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

প্রশাসনিক

কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা (সংখ্যা)	৩৬টি
উপজেলা কার্যালয়ের (সংখ্যা)	২০০টি
ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠন (সংখ্যা)	৮,৩৭১ টি
ক্রমপুঞ্জিত সদস্য ভুক্তি	২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭২৫ জন

ঋণ কার্যক্রম

ঋণ কার্যক্রম শুরু	২০০৭ সালে
ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা	১৫৪.৬০ কোটি টাকা
ঋণ বিতরণ (আসল)	১৭২৪.১২ কোটি টাকা
ঋণ আদায় (আসল)	১৪৭৮.৫৮ কোটি টাকা
সার্ভিস চার্জ আদায় (১১%)	১৬২.৬০ কোটি টাকা
বিদ্যমান সদস্য	১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮১২ জন
সঞ্চয় স্থিতি	৪১.৬৩ কোটি টাকা

অন্যান্য কার্যক্রম

রাজস্ব খাতের বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	১৪.০০ কোটি টাকা
৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে তহবিল প্রাপ্তি	১২৮.১৮ কোটি টাকা
কোভিড-১৯ বিশেষ অনুদান তহবিল প্রাপ্তি	১০০.০ কোটি টাকা
চলমান প্রকল্প হতে তহবিল প্রাপ্তি	২৭.১৮ কোটি টাকা
সার্ভিস চার্জের প্রবৃদ্ধি	১৫.৫০ কোটি টাকা
সর্বমোট আবর্তক ঋণ তহবিল	২৮৪.৮৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
মিল্ক ভিটা

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ দুগ্ধ ভবন

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড মিল্ক ভিটা এর অর্জন

প্রশাসনিক

প্রতিষ্ঠানটির দেশের ০৭টি বিভাগের ৪১ জেলায় ১৫৭টি উপজেলা ৫৯টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ৮৬টি কেন্দ্রীয় সমিতি, ৩৭৬৮ টি প্রাথমিক সমিতির ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৩২৮ জন সদস্য রয়েছে।
সমবায় সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা ৩৬,১২৫টি।
দুগ্ধ সমবায়ী সদস্যভুক্তি সংখ্যা ৭০,৬২৫জন।
ঋণ বিতরণ ৬৩১৩.১১ (লক্ষ) টাকা।
ঋণ আদায় -৬০৬০.৫৮ (লক্ষ) টাকা
ঋণ আদায়ের হার ৯৬% ।
সুফলভোগী প্রশিক্ষণের সংখ্যা ৪৩৯৯জন।

দুগ্ধ প্রক্রিজাতকরণ ও সংগ্রহ

সংগৃহীত দুগ্ধের পরিমাণ ৮৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ২১ হাজার লিটার।
নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের সংখ্যা ৩৮টি।
কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৪০ টি।
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়মূল্য ৫১৬৭৫৪.৮২ (লক্ষ) টাকা।
মিল্কভিটা ব্রান্ডে ২২ ধরণের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী বিপণন করা হয়।
মিল্কভিটা ব্রান্ডে উৎপাদিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যসমূহ সমগ্র বাংলাদেশে ১৮টি বিক্রয় কেন্দ্র ও ২৫০টি সমিতি/পরিবেশক এবং ১৬টি প্রতিষ্ঠানিক গ্রাহক রয়েছেন।
প্রায় ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে "সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুঁড়ো দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন" প্রকল্প স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন' ২০২৩ মাস পর্যন্ত নতুন পাউডার প্লান্টে প্রায় ২০৫ মেট্রিক টন গুঁড়োদুধ পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায়ীদের হাতে ভর্তুকীর চেক বিতরণ করছেন।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট :

স্বাধীনতা পূর্ব কৃষি সমবায় সমিতির সদস্যদের কৃষি ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিনশিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি: প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে উপ-আইন সংশোধনের পর বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক লি: নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় সমিতির আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী নিবন্ধিত ও পরিচালিত একটি জাতীয় সমবায় সমিতি।

ব্যাংক সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য:

সদস্য সংখ্যা	৪৪৫টি সমবায় সমিতি
অনুমোদিত শেয়ার মূলধন	১০০.০০ কোটি টাকা
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন	৭.৫২ কোটি টাকা
কার্যকরী মূলধন	৩৪৯.৭২ কোটি টাকা
মোট শেয়ার সংখ্যা	১০.০০ লক্ষ
প্রতি শেয়ারের মূল্য	১০০০ টাকা
সরকারের শেয়ার টাকার পরিমাণ	১.৪২ কোটি টাকা

ঋণের ধরন	ঋণের পরিমান (লক্ষ টাকা)
কৃষি ঋণ	৪১৮৯.৩৮
প্রকল্প ঋণ	২৮১১.৭২
প্রকল্প ঋণ (মহিলা)	৩৯৫.৭০
পার্সোনাল ঋণ	১৬০৪৪.০০
কনজুমার্স ঋণ	৪৭৭০.৮০
স্বর্ণবন্ধকী ঋণ	৪৬৭৫৩.১৮

এসকল ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সারাদেশে ৮৬ হাজার ৯৫৫ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছে।

“নিবেদিত প্রাণ হয়ে দেশের জন্য কাজ করছি। ইনশাআল্লাহ, প্রতিটি পরিবারকে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্ত করবো।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

একটি *RDCD* প্রকাশনা